দৈনিক খবর

তারিখ 30 OCT 1988 পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

083

'যুব সমাজই পারে জাতির জন্য নবদিগন্তের সূচনা করতে'

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

দৈনিক 'খবর' সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান জ্ঞান অর্জন করে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য তরুণ ও যুব সমাজের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দেশের সর্বত্র আজ হতাশা ও নৈরাশ্য বিরাজ করছে। তরুণ ও যুবকরাই এই হতাশা ও নৈরাশ্যের শৃঙ্খল ভেঙ্গে জাতির জন্য নবদিগন্তের সূচনা করতে পারে।

গতকাল শনিবার লিও ক্লাব অব ঢাকা ক্যাপিটাল (জেলা-৩১৫-এ বাংলাদেশ)-এর নবম অভিষেক ও অষ্টম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি লায়ন আবুবকর সিদ্দিক ছাড়াও অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন লায়ন ইঞ্জিনিয়ার ই আর এম সালাদিন, লায়ন মোঃ বদিউল ইসলাম, লায়ন মোহাম্মদ মজিবুর রহমান ও লিও সাইফুল বারী। লিও সাইফুল বারী। লিও জুবাইদা রশীদ জুলি ও লিও সৈয়দ ফাহিম রানা দু'পর্বে বিভক্ত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। লিও রফিকুল ইসলাম বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন। অনুষ্ঠানে বোম্বে লায়ন্স ক্লাবের সহ-সভাপতি লায়ন সরদ দাদিরা এবং লায়ন শাহজাদা সৈয়দ নিজামুদ্দীন আহমেদসহ বিভিন্ন জেলা ও শাখার লায়ন, লায়নেস ও লিওরা উপস্থিত ছিলেন।

জনাব মিজান বলেন, শিক্ষা কাউকে দ্বিধান্বিত হয়ে শেখায় না। অথচ দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে অনেকে তাদের আত্মীয়-স্বজনকে চিনতে চান না। নিজের কাজ নিজে করতে দ্বিধাবোধ করেন। অথচ পৃথিবীর উন্নত দেশে বহু ডক্টরেট ডিগ্রীধারী জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি নিজে থেকে কৃষকের মত মাঠে কাজ করেন, দেশের সেবা করে চলেন। আমাদের দেশে তরুণ যুবকদের মধ্যে যে মেধা ও উদ্যম আছে তা যদি কাজে লাগানো যেত ... অবদানের জন্য পুরস্কার বিতরণ করেন এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলে তাকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। অন্যান্য বক্তারা লায়ন, লায়নেস ও লিওইজম এদেশে প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বিশেষ অতিথি লায়ন আবুবকর সিদ্দিক লিও লায়ন লায়নেসদের উদ্দেশ্য তুলে ধরে বলেন, আমরা আমাদের জন্য কাজ করছি না, কাজ করছি ভবিষ্যতের জন্য। তরুণ ও যুবকরা মধ্যাহ্ন সূর্যের মত জ্বলে উঠে আগামী প্রজন্মের জন্য বয়ে আনবে সুন্দর ভবিষ্যৎ। এ লক্ষ্যেই লায়ন লায়নেস লিওরা এ দেশে যৌথ উদ্যোগে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তরুণ যুবকদের অবক্ষয় রোধে তিনি অভিভাবকদেরকে এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানান।

লিওদের উদ্দেশে তিনি বলেন, বিভিন্ন কাজ ও প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে এলে লায়নরা অবশ্যই সহযোগিতা করবে।

লায়ন ইঞ্জিনিয়ার ই আর এম সালাদিন বলেন, দেশে নেতৃত্বের বড়ই অভাব। এজন্য আমরা লিওদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। আগামীতে তাদের কার্যধারা আরও জোরদার হবে।

লায়ন বদিউল ইসলাম বলেন, ঘুণেধরা সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধ করতে হলে তরুণ যুবকদেরকে তাদের নিজস্ব তারুণ্য নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সীমিত সম্পদের মধ্যেও লিওরা তাদের মানুষের প্রতি সেবার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

লায়ন মোঃ মজিবুর রহমান বলেন, দু'হাজার সাল নাগাদ দেশের প্রতিটি মানুষ যাতে অন্ততঃ একটি করে গাছ লাগাতে পারে সেজন্য লায়ন লায়নেস ও লিওদের যৌথ কর্মসূচী আছে। এই কর্মসূচীতে সকলকে সাড়া দেয়ার জন্য তিনি আহবান জানান।

রাজধানীর স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁয় অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে 'খবর' সম্পাদকের কাছ থেকে যারা পুরস্কার গ্রহণ করেন, তারা হলেন— শাহাদত হোসেন বাবু, আক্তারুজ্জামান, রফিকুল ইসলাম খোকন, মহিউদ্দিন, জাব্বার, মোঃ শফিউদ্দীন রাজু, সৈয়দ ফাহিম রানা, তারিক আবদুল্লাহ, শহীদুল ইসলাম টুকু, সৈয়দ মিজানুর রহমান, জুবাইদা রশীদ জুলি, জহিরুল হক, সাদিউল ইসলাম দিপু, হানিফ আহমেদ, নাজনীন খানম বিউটি, সানজিদা ইসমাইল নীলা, ফরিদ আহমেদ, সৈয়দ ইকবাল বাহাদুর, সালাউদ্দিন আহমদ, আলিমুল্লাহ খোকন, নাজমুল হোসেন রাজু, মোস্তফা জালাল কাওসার ও জাকির উদ্দীন কিবরিয়া টিপু। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি স্যুভেনির প্রকাশ করা হয়।

লিও ক্লাব অব ঢাকা ক্যাপিটাল-এর ১৯৮৮-৮৯ সালের কার্যকরী পরিষদে যারা রয়েছেন অর্থাৎ অনুষ্ঠানে অভিষিক্ত করা হয় তারা হলেন— সভাপতিঃ সৈয়দ ফাহিম রানা, সদ্য প্রাক্তন সভানেত্রীঃ জুবাইদা রশীদ জুলি, প্রথম সভাপতিঃ রফিকুল ইসলাম, দ্বিতীয় সভাপতিঃ তারিক আব্দুল্লাহ আল-ফায়াজ জুয়েল, তৃতীয় সভাপতিঃ হানিফ আহমেদ, সচিবঃ সহিদুল ইসলাম, যুগ্ম সচিবঃ (প্রশাসনিক)ঃ মিজানুর রহমান, যুগ্ম সচিবঃ (প্রকল্প) নাজমুল হোসেন খান রাজু, কোষাধ্যক্ষঃ ফরিদ আহমেদ, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষঃ সৈয়দা আয়েশা তুহীন, টেমারঃ সালাউদ্দিন আহমেদ টিপু, টেইল টুইস্টারঃ আলিমউল্লাহ খোকন এবং পরিচালকমণ্ডলীঃ সাদিউল ইসলাম টিপু, সফিউদ্দীন রাজু, মোস্তফা জালাল কাউসার ও জাকির উদ্দিন কিবরিয়া টুটুল।

দৌলতদিয়া পতিতালয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লোকজন ঘুম থেকে উঠেই আগুনের লেলিহান শিখা ও এসিডের গন্ধ পায়। মুহূর্তেই আগুনের শিখা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় ১ ঘন্টার মধ্যে সম্পূর্ণ পতিতালয়টি পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। প্রচণ্ড বাতাস এবং চারদিক থেকে একই সঙ্গে আগুনের ফুলকি ছুটায় পতিতালয়ের ভিতরের লোকজন এবং দূর থেকে ছুটে আসা লোকজন কেউই আগুন নেভানোর কাজে আসতে পারেনি। সামান্য হালকা জিনিসপত্র ছাড়া কোন মূল্যবান জিনিসপত্র সরানো সম্ভব হয়নি। আগুন নিভে যাবার পর সেখানে দমকল বাহিনী উপস্থিত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে পতিতালয়ের দেড়শ বাড়ীওয়ালী এবং প্রায় দু'হাজার পতিতার বাড়ী-ঘরসহ পতিতালয় সংলগ্ন শতাধিক দোকানপাট ও হোটেলের আসবাবপত্রসহ যাবতীয় মালামাল পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। যার আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২ কোটি। ফলে এখানকার পতিতা বাড়ীওয়ালী, দোকান ও হোটেলের সঙ্গে জড়িত ৪ হাজার লোক তাদের সর্বস্ব হারিয়ে এখন নিঃস্ব হয়ে পড়েছে।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মামলা দায়েরের কোন খবর পাওয়া যায়নি। গত রাতে কর্মরত পুলিশও অগ্নিকাণ্ডের সাথে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে কোন সাহায্য ও পৌছেনি।

উল্লেখ্য, গত ৩/৪ বছর আগে গোয়ালন্দ রেলওয়ে স্টেশনের পাশের পতিতালয়টি পুড়িয়ে দেবার পর দৌলতদিয়া ঘাটে পুনঃস্থাপিত করা হয়।